



38079 - রোযা ভঙ্গ করা ও সালাত ক্বসর (সংক্ষিপ্ত) করা বধৈকারী সফররে সর্বনমিন সীমা কতটুকু?

প্রশ্ন

রোযা না-রাখাকে বধৈকারী সফররে সর্বনমিন সীমা কতটুকু?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

অধিকাংশ আলমে এই মত দিয়েছেন যে ৪৮ মাইল দূরত্বে সফর করলে সালাত সংক্ষিপ্ত করা ও রোযা ভঙ্গ করা বধৈ।

ইবনে ক্বদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলছেন:

“আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাত্ ইমাম আহমাদ) এর মত হল ১৬ ফারসাখ এর কম দূরত্বে ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) জায়যেনয়। এক ফারসাখ হল তনি মাইল। সুতরাং ১৬ ফারসাখ দূরত্ব হল ৪৮ মাইল। ইবনে আব্বাস এই দূরত্ব নির্ধারণ করছেন। তিনি বলছেন: এই দূরত্ব উসফান থেকে মক্কা পর্যন্ত, তায়ফে থেকে মক্কা পর্যন্ত, জদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) বধৈকারীদূরত্ব হল সেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দুই দিনের ভ্রমণ। এটি হল ইবনোব্বাস ও ইবনে উমর এর মত। এই মতটি গ্রহণ করছেন ইমাম মালকে, আল-লাইস ও শাফয়ী (রহঃ) প্রমুখ।”সমাপ্ত

কলিগোমটারের হিসাবে এই দূরত্ব হবে প্রায় ৮০ কলিগোমটার।

শাইখ বনি বায মাজমূ উল-ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (১২/২৬৭) এ সফররে দূরত্ব সম্পর্কে বলেন: “অধিকাংশ আলমে যে মতরে উপর রয়ছেন তা হচ্ছে- যারা গাড়িতে, প্লানে, জাহাজে, স্টিমারে ভ্রমণ করে তাদের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব প্রায় ৮০ কলিগোমটার ধরে হিসাব করা। এই দূরত্ব বা তার কাছাকাছি দূরত্বে ভ্রমণকে (শরয়িতরে দৃষ্টিতে) সফর বলা হবে এবং মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত প্রথা অনুসারেও তা সফর হিসেবে বিবেচিত। অতএব কউে যদি উটে করে অথবা পায় হটে অথবা গাড়িতে অথবা প্লানে অথবা সামুদ্রিক যানে করে এই দূরত্ব বা তার বেশি অতিক্রম করে তবে সে মুসাফরি হিসেবে গণ্য হবে।” সমাপ্ত

গবষণে ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয় (৮/৯০):ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) বধৈকারী দূরত্ব



সম্পর্কে এবং ভাড়াচালতি গাড়িচালক ৩০০ কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করলে সে কিসালাত ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন:

“অধিকাংশ ‘আলমে রে রায় অনুসারক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) বধৈকারীদূরত্বরে পরমাণ হল প্রায় ৮০ কিলোমিটার। তাই ভাড়াচালতি গাড়িচালক অথবা অন্যদরে জন্য এক্ষত্রে সালাত সংক্ষিপ্ত করা জায়যে। যদি সে এ উত্তরে প্রথমে উল্লেখতি দূরত্ব বা তার চয়ে বেশি পথ অতিক্রমরে নয়তবে বরে হয়।”সমাপ্ত

অন্যদকিে কছি ‘আলমে এই মত ব্যক্ত করনে যবে, সফররে কোন নরিদষ্টিদূরত্ব নরিধারণ করা হয়নি। বরং এ ক্ষত্রে প্রচলতি প্রথার উপরে সিধান্ত নয়ো হববে। প্রচলতি প্রথায় একজন মানুষ যতদূর গমন করলে সফর হিসবে বিচেনা করা হয় সটোই সফর হিসবে বিচেনি হববে। যার উপর ভিত্তি করে একজন মুসাফরিরে জন্য দুই সালাত একত্রীকরণ, ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করাও রোযা ভঙ্গ করা ইত্যাদি বিধিবিধান প্রযোজ্য হয়।

শাইখুল ইসলাম ‘আল-ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (২৪/১০৬) বলছেন:

“যারা যবে কোন ধরনে সফরে ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করা ও রোযা ভঙ্গ করাকে শরয়িতসম্মত মত দিয়েছেন, বিশিষে কোন সফররে সাথে নরিদষ্টি করনে দলীল তাঁদরে পক্ষই এবং এটাই সঠিক মত।”সমাপ্ত

‘আরকানুল ইসলাম বিষয়ক ফতোয়া’ গ্রন্থে (পৃঃ ৩৮১) শাইখ ইবনে ‘উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: মুসাফরি ব্যক্তি কতটুকুদূরত্বরে ক্ষত্রে নামায ক্বসর (সংক্ষিপ্ত করা) করতে পারবে এবং ক্বসর না করে দুই নামায একত্রি করা জায়যে কনি। তিনি উত্তরে বলেন:

“নামায ক্বসর (সংক্ষিপ্ত) করার দূরত্বকে কছি আলমে প্রায় ৮৩ কিলোমিটারে নরিদষ্টি করেছেন। আবার কছি আলমে প্রচলতি প্রথার উপর ছড়ে দিয়েছেন। সফররে দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার না হলেও মানুষ যদি এটাকে সফর গণ্য করে তাহলে সটো সফর। আর মানুষ যটোক সফর হিসবে গণ্য করে না সটো ১০০ কিলোমিটার দূরত্ব হলেও সফর নয়। শেষে এই মতটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযাহ (রাহমিহুল্লাহ) বছে নিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা নামায ক্বসর করা বধৈ হওয়ার জন্য কোন নরিদষ্টি দূরত্ব নরিধারণ করনে। একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও কোন নরিদষ্টি দূরত্ব নরিধারণ করনে। আনাস ইবনে মালকি (রাওয়াল্লাহু আনহু) বলছেন:

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسَخٍ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. رواه مسلم (691))

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি মাইল অথবা তিনি ফারসাখ দূরত্বরে পথে বরে হলে সালাত দুই রাকাত



আদায় করতনে(অর্থাৎ সালাত সংক্ষিপ্ত করতনে)।”[হাদিসটি মুসলিমি বর্ণনা করছেন (৬৯১)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়্যাহর এই বক্তব্যটি সঠিকিতর। প্রচলতি প্রথায় দ্বমিত দেখা গেলে যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দূরত্বের মতটি (অর্থাৎ প্রথম মতটি) গ্রহণ করেন- এতে দোষের কিছু নহে। কারণ এটি অনেকে ইমাম ও মুজতাহদি আলমেগণের বক্তব্য। তাই এতে কোন সমস্যা নহে ইনশাআল্লাহ্। আর যদি প্রচলতি প্রথায় স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তবে তা অনুসারে আমল করাই সঠিক।”সমাপ্ত।